অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। বনে বনে ফুল ফোটে তোমারই আশায় ।।

ভরা যৌবনে যখন প্রেমে পড়ি-পড়ি ভাব তখন কার না মনে জেগেছে এ গান - 'আমার না যদি থাকে সুর/ তোমার আছে তুমি তা' দেবে/তোমার গন্ধহারা ফুল/ আমার কাছে সুরভী নেবে/ এরই নাম প্রেম'। কার মনে জাগেনি সে সুর - 'হৃদয়ের গান শিখে তো গায় গো সবাই/ ক'জনা হৃদয় দিয়ে গাইতে জানে/নয়নে কাজল সেতো সবাই পরে/ ক'জনা তোমার মত চাইতে জানে'? অথবা 'কাল কিছুতেই ঘুম এলো না/ঐ চোখ ঐ মুখ ঐ মৃদু হাসিটি/মন থেকেও মোছা গেলো না'। অবশ্য আমি এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কথা বলবো না কারণ ওদের ক'জনা মান্না দের গান শুনছে বা জানে। ওদের মনে এ যুগের চমৎকার সব গান যেমন- 'বাহির বলে দুরে থাকো ভিতর বলে' ... ইত্যাদি।

আমরা যারা 'ওল্ড মডেল,' মান্না দে-র গান আমাদের প্রেমকে নিখাদ করেছে, বিরহে করেছে অশ্রুসিক্ত। কেঁদেছি আর গেয়েছি 'প্রেম চিরদিন কাঁদিয়ে গেছে/কেঁদেছে মানুষ তবু ভালো তো বেসেছে'। নয়তো গেয়েছি - 'আমি সাগরের বেলা তুমি দূরন্ত ঢেউ/বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও'। আবার কখনো - 'খুব জানতে ইচ্ছে করে/ তুমি কী সেই আগের মত আছো/ নাকি অনেকখানি বদলে গেছো'?

এমন হৃদয় দোলানো মন ভোলানো সাড়ে তিন হাজার গানের পাখি মান্না দে চলে গেলেন চুরানব্বই বছর বয়সে। তিনি যে যাবেন তার আভাস একটু আধটু পেতে শুরু করেছিলাম পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। শেষের দিকে এসে বাড়ী আর হাসপাতাল এই করতে হয়েছে তাঁকে। ভেঙ্গে পড়েছিলেন গেলো বছর (২০১২) স্ত্রী বিয়োগের পর। বড় শখ ছিলো জীবনের শেষ এ্যালবামটি করবেন শুধু প্রিয়তমা স্ত্রী, কেরালার মেয়ে সুলোচনা কুমারান-এর জন্য গান গেয়ে। ট্র্যাকও তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে আশা অপূর্ন রেখেই চলে গেলেন।

তিনি চলে গেলেন তাই এখন গেয়ে চলি- 'আমি তার ঠিকানা রাখিনি/ ছবিও আঁকি নি/ কোথা সে জানি না/মন তবু তারই কথা বলে/ তারই সাথে পথ চলে'।

তিনি এমন এক মুহূর্তে গেলেন (২৪ অক্টোবর) যখন আমি অনেকের মতই ২৫ অক্টোবর নিয়ে টেনশনে অস্থির - কী হয় কী হয়! যেভাবে প্রতিদিন ঢাকার টিভি আর সংবাদপত্রে খবর পাচ্ছিলাম তাতে মনে হয়েছিলো দেশে বোধ হয় ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যাবে ২৫ অক্টোবর। অবশ্য এমন এক ভয়ংকর টেনশনে আমরা ছিলাম মরহুম আব্দুল জলিল সাহেবের ৩০'শে এপ্রিল নিয়ে। দু'বারই মনে হয়েছে 'জীবনে কী পাবো না/ ভুলেছি সে ভাবনা/সামনে যা দেখি জানি না সেকি/ আসল কী নকল সোনা? তো দু'বারই পেলাম নকল সোনা। বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সমাবেশে যাবার আগেই নির্ধারিত মঞ্চের সামনে ফাটাফাটি হয়ে গেছে জামায়াত-শিবির আর ছাত্রদলের মধ্যে কারা মঞ্চের সামনে বসবে এ অধিকার নিয়ে। ফলাফল হলো যাদের অধিকার তারাই বসেছে সামনে আর ছাত্রদল পিছু হটেছে। এখন এটা স্পষ্ট যে জামায়াত-শিবির ছাড়া চলমান তান্ডব এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ১৮ দলীয় জোটের পক্ষে আর সম্ভব নয়। সারা দেশের দিকে তাকালে বোঝা যাবে মাঠে কারা বেপরোয়া এবং মরিয়া। অবশ্যই জামায়াত শিবির। ওদের হিসেব- যে কোনভাবে সরকারকে ফেলে দিতে হবে এবং সরকারকে আর এক

মূহুর্ত সময় দেয়া যাবে না নইলে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানো যাবে না - মুক্ত করা যাবে না। ওদের হিসেব সরকার পতন হলে অথবা ওদের সহিংসতার কারণে দেশে সেনাবাহিনী বা অন্য কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাধাগ্রস্থ হবে, বিলম্বিত হবে তারপর নির্বাচন হলে ১৮ দলীয় জোট ক্ষমতায় আসবে। তারপর সকল যুদ্ধাপরাধীসহ দলীয় নেতাকর্মী মুক্ত করে আনা যাবে। ওদিকে বিএনপি-র হিসেব - যেহেতু সাংগঠনিকভাবে দল ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে পড়ছে (সিনিয়র নেতারা বয়সের ভারে নুহ্য, অধিকাংশেরই ভারত সিঙ্গাপুর লন্ডন ছুটতে হচ্ছে চিকিৎসার জন্য, দলীয় কোন্দলের কারণে ছাত্রদলের বিভক্তি এখন প্রকাশ্য, সিনিয়রদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দল ভাঙ্গি-ভাঙ্গির ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, জামায়াতের মত আন্দোলন দাঁড় করাতে দল দু'হাতে পয়সা ঢালতে পারছে না) ফলে ক্ষমতায় যেতে হলে এখন জামায়াতই একমাত্র ভরসা। তাই বিরোধী নেত্রীকে জামায়াতের মন জুগিয়েই চলতে হবে ক্ষমতায় যেতে হলে। জামায়াতের মন বুঝেই কর্মসূচী দিতে হবে।

২৫ অক্টোবর জামায়াত-শিবির আশা করেছিলো ওদের নেত্রী সরকার পতনে এক দফা দাবি দিয়ে হেফাজত স্টাইলে অবস্থান কর্মসূচী ঘোষনা করবেন। জামায়াতের হিসেব হলো এক মিনিট বেশী এ সরকার থাকা মানেই ওদের নেতাদের এক মিনিট আগে ফাঁসির দড়ির কাছে পৌঁছে যাওয়া।

তেমনি বিরোধী নেত্রী ভাবছেন জামায়াতের কথামত কাজ না করলে ছেলেদের আর দেশে ফিরিয়ে আনা যাবে না, ক্ষমতার মসনদে আর ফিরে যাওয়া হবে না। সে কারণে তিনি সব করতে রাজী। তাঁর দল যতই দূর্বল হয়ে পড়ছে ততই তিনি জামায়াতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। জামায়াতকে আশ্বস্ত করতে তাঁর বক্তৃতার শেষে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি ঈঙ্গিত রেখে তিনি বললেন - ক্ষমতায় গেলে বন্দী রাজনৈতিক নেতাদের তিনি মুক্ত করে দেবেন। থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান বীরউত্তম-এর স্ত্রী হিসেবে আপনি এ কথা বললেন আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। সেই মান্না দের গানের কথা দিয়েই বলি - 'আমি দুঃখ পেলেও খুশী (!) হলাম জেনে'।

আপনার বক্তৃতায় আপনি সরকারকে দু'দিন সময় দিলেন - যদি এ সময়ের মধ্যে সরকার আলোচনার জন্য আপনাদের না ডাকে, যদি নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আলোচনা শুরু না হয় তবে ২৭ অক্টোবর থেকে লাগাতার ৬০ ঘন্টার হরতাল। লক্ষ্য করেছেন ম্যাডাম - এ কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট জামায়াত- শিবিরের কর্মীদের কী উল্লাস? ওরা যেন এই ঘোষণার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। এবং সেটা পার্ট অব দ্য ডিল। সে কারণেই আপনার দেয়া নির্ধারিত ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। আপনি বললেন হরতাল শেষ না করে আপনি আসতে পারবেন না। (ফেসবুকে একটা পোষ্টিং দেখলাম এই হরতালের জন্য নাকি জামায়াতের মীর কাশেম ২০০ কোটি টাকা বিএনপিকে দিয়েছে যদিও আমি তা' একবিন্দু বিশ্বাস করতে চাই না কারণ আন্দোলন করতে হলে এখন আপনাদের জামায়াতকে খুশী রাখা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই, অতএব লেনদেনের প্রশ্নই আসে না। আপনাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আপনারা জামায়াতকে খুশী রাখবেন। বিএনপিকে জামায়াতের উপর ভর করেই এগোতে হবে)। এই ৬০ ঘন্টার লাগাতার হরতালে জামায়াতের বিশাল এক পরিকল্পনা ছিলো দেশ অচল করে দেয়ার কিন্তু সরকারের কঠিন অবস্থানের কারণে তারা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। দেড় ডজন লাশ আর গুরুত্বপূর্ন কিছু মানুষের বাড়িতে ককটেল মেরে এবং বাস, ট্রাক, রেল পুড়িয়ে ওদের আপাততঃ খুশী থাকতে হয়েছে।

তবে হলপ করে বলতে পারি এই জামায়াতের কাছ থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে আপনারা ক্ষমতায় গেলেও কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আপনাদের শিখন্ডি করে ওরা এগিয়ে যাবে ওদের অভীষ্ট লক্ষ্যে। মওদুদীর আমল থেকে শুরু করে পৃথিবীর কোথাও এই মৌলবাদীরা ক্ষমতায় যেতে পারেনি। গেলেও খুব স্বল্প সময়ের জন্য। ফলে ওরা সর্বত্রই প্রত্যাখ্যাত। তবে অশান্তি সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। আশা করি চরম সর্বনাশ হবার আগে ওরা আপনার কাছ থেকেও প্রত্যাখ্যাত হবে।

নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হলে জামায়াত-শিবির ছাড়াই জনগণের ভোটে আপনারা নির্বাচিত হতে পারবেন। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছাড়া এ মূহুর্তে ওদের আছেই বা কী? তাই আবেদন জামায়াতকে পরিত্যাগ করুন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলাপ আলোচনার মধ্যদিয়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এগিয়ে আসুন। এদেশটা আপনার আমার, আমাদের সবার- আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এ দেশ স্বাধীন করেছি- তাদের। এদেশ জামায়াতের নয় কারণ ওরা তো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছে। স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে (মনে মনে এখনো করে)। এদেশ ওদের হতে পারে না। এদেশে বসে ওরা অন্য এক মৌলবাদী দেশের স্বপ্ন দেখে। ওদের স্বপ্ন পূরণ হতে দেবেন না।

আমার এ লেখা বেরুতে বেরুতে হয়তো আরো অনেক বাঁকে বাঁকে মোড় নেবে রাজনীতি। এসব কথা বাসি হয়ে যাবে। সেটা যাই হোক আসুন আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকেই কাজ করে যাই জামায়াত-শিবির স্বাধীনতাবিরোধী বিহীন আমাদের দেশটাকে গড়তে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রীর মধ্যে কথা বলা যখন শুরু হয়েছে আরো, আরো বেশী করে কথা বলুন। সুখ দুঃখের কথা বলে মনকে হালকা করুন। দু'জনে আর একটু কাছে আসুন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কথা বলুন। ষোল কোটি বাংলার মানুষ আপনাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। আপনারা দু'জনাই পারেন একটি নতুন প্রভাতের জন্ম দিতে। সেই মান্না দের গানের ভাষাতেই বলি- 'নতুন প্রভাত জাগো সময় হলো/ জাগো নব দিনমণি বন্ধ তিমির দ্বার খোলো হে খোলো .../বনে বনে ফুল ফোটে তোমারই আশায়/ বেহাগীরা সুরে সুরে বন্দনা গায়...।

পুনশ্চঃ আজ থেকে দুই যুগ বা তারও পরে আমাদের প্রজন্মরা যদি এই স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত-শিবিরের সাথে মেলামেশা ও রাজনীতি করার ইতিহাস জানতে পেরে বলে - 'তোমরা অনেক যত্ন করে আমাদের দুঃখ দিতে চেয়েছো, দিতে পারো নি/ কী তার জবাব দেবে যদি বলি আমরাই কী হেরেছি?/তোমরা কী একটুও হারোনি'? হয়তো তখন সেই মান্না দের সুরেই আমাদের বলতে হবে - লাগা চুনারি মে দাগ/ছুঁপাও ক্যাঁয়সে....?